মাঠ পর্যায়ে জরুরী নির্দেশনা

১. দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক রির্পোট এবং দুর্যোগকালীন সময়ে বিশেষ রিপোর্ট সমূহ যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ।

২. মনিটরিং ব্যবস্থা সহজীকরণের জন্য মাঠ পর্যায় থেকে নিয়মিত তথ্য উপাত্ত প্রেরণ ও তাৎক্ষনিক রিপোর্ট সরবরাহে আপনার অধীন কন্ট্রোলরুম সমূহকে নির্দেশনা প্রদান।

৩. উপজেলা ও জেলার প্রশিক্ষন কর্মসূচি জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদন এবং তদানুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৫. কর্মস্থলে অবস্থান করে কৃষির চলমান কার্যক্রমকে আরো বেগবান করা, কোন অবস্থাতেই উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমতি ব্যাতিরেকে কর্মস্থল ত্যাগ করা যাবে না।

৪. মৌসুম ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ব্লক পর্যায় থেকে শুরু করতে হবে।

৬. এসএএও দের ভিজিট সিডিউল এবং ডায়েরি হালনাগাদকরণ এবং তদানুযায়ী মাঠ কৃষির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

৭. এসএএও দের নিজস্ব ব্লকের বিভিন্ন কৃষক গ্রুপের তথ্য হালনাগাদকরণ এবং ব্লক উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সংরক্ষণ করা।

৮. বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক এবং এআইপি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্য ব্লক, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে সংরক্ষণ করণ।

৯. স্টক রেজিস্টার, ক্যাশ বহি, পরিদর্শন (তিন কলাম বিশিষ্ট) রেজিস্টার, মুভমেন্ট রেজিস্টারসহ অন্যান্য সকল বিষয় আপডেট রাখা।

১০. কৃষি প্রণোদনা ও কৃষি পুনর্বাসনসহ রাজস্ব খাতের আওতায় প্রদর্শনী কাযক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং উপকরণ বিতরণ কার্যক্রম অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ।

১১. আগামী বোরো মৌসুমে যেন সেচ ও সারের সংকট না হয় সে লক্ষ্যে সেচের জ্বালানীর মজুদ, সারের চাহিদা, মজুদ ও বিতরণ পরিস্থিতিসহ ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকিতে রাখা এবং সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সার ও ভেজাল কীটনাশক বিষয়ে মনিটরিং কার্যক্রম জোরদারকরণ।

১২. বোরো ধান আবাদ ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ।

১৩. হাওর ও চর এলাকায় বোরো ধানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ও অগ্রগতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান। পাহাড়ি অঞ্চলের চাষাবাদ কার্যক্রমকে আরো সমৃদ্ধ করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী অনাবাদি ও পতিত জমিকে কিভাবে চাষের আওতায় আনা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহন।

১৫. পরবর্তী মৌসুমের জন্য আধুনিক ও উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ সংরক্ষণে এবং সম্প্রসারণে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

১৬. সমলয় চাষাবাদ কাযক্রমের অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখা।

১৭. কৃষি মন্ত্রণালয়ের রোডম্যাপ অনুযায়ী আগামী তিন বছরে তেল ফসলের আবাদ ৪০% বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

১৮. রবি ফসল বিশেষত পেঁয়াজ (গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন পেঁয়াজ) ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহন।